بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৯শে জুন, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কিত কতিপয় রেওয়ায়েত ও ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কে আজ আরও কিছু রেওয়ায়েত বর্ণনা করব। **হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন,** আনসারের কতক লোক মহানবী (সা.)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আর তিনি (সা.) তাদেরকে দান করেন। তারা পুনরায় চাইলে তিনি (সা.) আবার দান করেন। এরপর তারা আবার চাইলে তিনি (সা.) আবারও দান করেন, এমনকি তাঁর সম্পদ শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, **আমার কাছে যে সম্পদই আসবে তা তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখব না আর যে ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করবেন এবং যে পার্থিব সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে চাইবে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করে রাখবেন আর যে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ধৈর্য দান করবেন আর ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত নিয়ামত আর কাউকে প্রদান করা হয়নি।**

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমি একটি শক্তিশালী উটের ওপর আরোহিত ছিলাম যা অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হযরত উমর (রা.) এটিকে ধমক দিতেন এবং সামনে অগ্রসর হতে বাঁধা দিতেন। এটি দেখে মহানবী (সা.) সেই উটটিকে তার কাছ থেকে ক্রয় করতে চান। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি তো আপনারই। তারপরও তিনি (সা.) সেটি ক্রয় করেন এবং বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর! এখন এটি তোমার; তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো। এটিও উপহার প্রদানের একটি রীতি। এছাড়া তিনি (সা.) এটি ক্রয় করে এ বিষয়টিরও সমাধান করে দিয়েছেন যে, যদি এটি অন্য উটগুলোর চেয়ে এগিয়েও যায় তথাপি সবাই বলবে, এটি তো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরই উট।

এক যুদ্ধে হযরত জাবের (রা.)-র উট ক্লান্ত হয়ে পড়ে যার ফলে তিনি পেছনে পড়ে যান। মহানবী (সা.) তাঁর কাছে আসেন এবং তার অবস্থা জানতে পেরে নিজের ছড়ি দিয়ে উটটিকে টেনে নেন এবং বলেন, এবার উট নিয়ে অগ্রসর হও। অতঃপর হযরত জাবের (রা.) সেই উট নিয়ে রওয়ানা হয় এবং দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। এরপর তিনি (সা.) তার উটটি এক উকীয়া রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করেন, কিন্তু মদীনায় গিয়ে সেই উটটিও তাকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা এই উটের বয়সে এত কল্যাণ দিয়েছিলেন যে, সেটি হযরত উমর (রা.)-র যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিল।

হযরত খাদীজা (রা.) নিজের সমস্ত সম্পদ নির্দ্বিধায় মহানবী (সা.)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একবার তিনি (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-র পাশে চিন্তিত অবস্থায় বসে ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন, দুর্ভিক্ষের যুগ শুরু হয়েছে; কিন্তু আমার লজ্জা হয়, আমি যদি তোমার সম্পদ খরচ করতে থাকি তাহলে তা শেষ হয়ে যাবে আর যদি খরচ না করি তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে কী জবাব দেব? হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত খাদীজা (রা.) তার ধন-সম্পদ তথা দীনার বের করেন এবং সেগুলো স্তূপ করে রাখেন, এমনকি সম্পদের আধিক্যের কারণে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না যে আমার সামনে কে বসে আছে। এরপর হযরত খাদীজা (রা.) বলেন, **'তোমরা সাক্ষী থেকো, এই সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর। তিনি (সা.) চাইলে তা খরচ করতে পারেন, আবার চাইলে তা নিজের কাছেও রাখতে পারেন।'**

এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য চায়। তিনি (সা.) বলেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট দেওয়ার মতো কিছু নেই। তুমি আমার নামে জিনিসপত্র ক্রয় করে নাও, যখন

আমার নিকট কিছু আসবে তখন আমি এর মূল্য পরিশোধ করে দেব। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো তাকে ইতিপূর্বেও দান করেছেন এবং যা আপনার সাধ্যাতীত, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সে বিষয়ে বাধ্য করেননি। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-র এই কথাটি অপছন্দ করেন। তখন আনসারের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি খরচ করতে থাকুন এবং আরশের অধিপতি মহান খোদার পক্ষ থেকে দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার ভয় করবেন না। আনসারী সাহাবীর এই কথায় তিনি (সা.) মুচকি হাসেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় আনন্দের আভা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) বলেন, **আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।**

একবার এক বেদুঈন এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রয়োজনের কথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করে। মহানবী (সা.) তাকে কিছু দান করেন এবং বলেন, আমি কী তোমার সাথে উত্তম আচরণ করেছি? সে বলে, না। সাহাবীরা তার কথা শুনে রাগান্বিত হলে তিনি (সা.) তাদেরকে থামান এবং তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান আর বলেন, তুমি আমার কাছে সাহায্য চেয়েছ আর আমি সাহায্য করেছি, অথচ তুমি আমাকে এমন কথা বলছ। অতঃপর তিনি (সা.) আরও কিছু দান করে জিজ্ঞেস করেন, এখন কী আমি তোমার সাথে উত্তম আচরণ করেছি? তখন সেই বেদুঈন বলে, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'লা আপনার ও আপনার পরিবারকে এর উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর তিনি (সা.) তাকে এ কথাটি সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করতে বলেন যেন তাদের হৃদয় থেকে তার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব দূর হয়ে যায়।

হুযূর (আই.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত এবং তা পরিশোধের জন্য কোনো সম্পদ রেখে না যেত, তাহলে মহানবী (সা.) মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের নামাযে জানাযা পড়ে নাও। তিনি (সা.) বলতেন, আমি মুসলমানদের প্রতি তাদের আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। অতএব, মু'মিনদের মধ্যে যে ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করবে এবং ঋণ রেখে যাবে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার; আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য।

হুযূর আনোয়ার (আই.) মহানবী (সা.)-এর ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে হযরত বেলাল (রা.)-র একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যাতে মহান আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে এক অসাধারণ পন্থায় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যখন সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে বেলাল! ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত রয়েছে, তা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দাও। যেহেতু সেদিন উদ্বৃত্ত সম্পদ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি তাই সেই রাতটি তিনি (সা.) মসজিদেই অতিবাহিত করেন এবং বাড়ি ফিরে যান নি। পরদিন জিজ্ঞেস করার পর হযরত বেলাল (রা.) যখন জানান যে, সমস্ত মাল বা সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রশংসা কীর্তন করেন এবং স্বীয় পবিত্র সহধর্মিনীদের নিকট ফিরে যান।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে তাঁর ঘোড়া যতদূর পর্যন্ত ছুটবে, ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জমি দান করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ঘোড়াটি ছুটতে ছুটতে এক স্থানে গিয়ে থেমে যায়। তখন হযরত যুবায়ের (রা.) নিজের চাবুকটি ছুঁড়ে মারেন যা আরও কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ে। মহানবী (সা.) বলেন, তাঁর চাবুকটি যতদূর পর্যন্ত গিয়েছে, তাকে ততদূর পর্যন্তই জমি দিয়ে দাও।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) একবার নিজের ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের ঘরে কী আছে? হযরত আয়েশা (রা.) দুটি আশরাফী (বা স্বর্ণমুদ্রা) বের করে দিয়ে বলেন, কেবল এগুলোই আছে। মহানবী (সা.) নিজের হাতের তালুর ওপর সেই আশরাফী দুটি রাখেন এবং

বলেন, **সেই নবীর কী অবস্থা হবে যে (মৃত্যুকালে) তাঁর পেছনে দুটি আশরাফী রেখে যাবে?** অতঃপর তখনই তিনি (সা.) সেই আশরাফী দুটি বণ্টন করে দেন।

হুনাইনের যুদ্ধে প্রায় আট হাজার দাস-দাসী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারেরও অধিক ভেড়া-ছাগল এবং চার হাজার উকীয়া রৌপ্য গণীমতের মাল হিসেবে হস্তগত হয়েছিল। তিনি (সা.) চিত্তাকর্ষণের মাধ্যমে আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নিজ নিজ গোত্রের উচ্চমর্যাদার অধিকারীদের মাঝে গণিমতের মাল বণ্টনের সূচনা করেন। তিনি (সা.) এ উপলক্ষ্যে আবু সুফিয়ান এবং তাঁর পুত্রদের এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করেন যে, আবু সুফিয়ান অবলীলায় বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও মহানুভব। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং আপনি কতই না উত্তম যোদ্ধা! আবার আমি আপনার সাথে সন্ধি করেছি এবং আপনি কতই না চমৎকার সন্ধি স্থাপনকারী!

একবার মহানবী (সা.)-এর নিকট বহু ভেড়া ও ছাগল ছিল। এক কাফির বলে, আপনার নিকট এত বিপুল পরিমাণ ভেড়া ও ছাগল জমা রয়েছে যা কায়সার ও কিসরার নিকটও নেই। তিনি (সা.) তখনই সেসব ভেড়া-ছাগল তাকে দান করে দেন। সে তৎক্ষণাৎ ঈমান আনয়ন করে এবং বলে, একজন নবী ব্যতীত অন্য কেউ এমন মহানুভব ও গৌরবময় বদান্যতা প্রদর্শন করতে পারে না।

হুনাইনের যুদ্ধে একদিন এক নারী আসে এবং সে কিছু কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি করে, যাতে বনু হাওয়াযিন গোত্রে মহানবী (সা.)-এর স্তন্যপানের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ ছিল। তিনি (সা.) এই পঙক্তিগুলো শুনে বনু হাওয়াযিনের সমস্ত সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেন এবং সেই সাথে তাদের আরও এত পরিমাণ সম্পদ দান করেন যার মূল্যমান পাঁচ লক্ষ দিরহামের সমপরিমাণ ছিল।

একবার তিনি (সা.) মানুষের মাঝে ধনসম্পদ বিতরণ করছিলেন কিন্তু এক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করছিলেন, এমনকি তাকে কোনো কিছুই দেননি। হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, সেই ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় আমার বেশি পছন্দের ছিলেন। আমি চাচ্ছিলাম, অন্যদের বাদ দিয়ে হলেও সে যেন সেই দানের সম্পদ পায় এ জন্য আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অমুককে কেন বাদ দিয়েছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে মু'মিন মনে করি। তিনি (সা.) বলেন, অথবা মুসলমান। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করি আর মহানবী (সা.) বারবার সেই একই উত্তরই প্রদান করেন এবং বলেন, হে সা'দ! আমি কোনো এক ব্যক্তিকে এই আশায় দান করি, যেন আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ না করেন; যদিওবা অন্য ব্যক্তি আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়। তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু এর পেছনে আরও অনেক কৌশলগত কারণ রয়েছে যেন তাদের ঈমান একটু হলেও দৃঢ় হয় অর্থাৎ, মহানবী (সা.) দুর্বল লোকদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন, যেন তারা সহজে হোঁচট না খায়।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর উদারতা ও বদান্যতার অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেগুলোতে আমরা তাঁর (সা.) চরিত্রের অন্যান্য দিকও দেখতে পাই। তবে, যেমন তাঁর শিক্ষামালা ভারসাম্যপূর্ণ, তেমনি তাঁর প্রতিটি কাজও ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর জীবনচরিতের প্রতিটি দিক সম্পর্কে চিন্তা করার এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন এবং মহানবীর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)